দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

DEC 05 2002

সাত হাজার শিক্ষক বেতন পাচ্ছেন না ছয় মাস

শরিফুজ্জামান পিন্টু

তিন মন্ত্রণালয়ের আমলাতান্ত্রিক টানাপোড়েনে দেশের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত ৭ হাজার ১৮৫ জন নিয়মিত শিক্ষক ছয় মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে এসব হতভাগা শিক্ষক 'রিটেনশন অর্ডার' নামে অদ্ভুত এক আদেশে হাবুডুবু খাচ্ছেন। দুই থেকে তিন হাজার টাকা বেতনে চাকরিরত এসব শিক্ষক মাসের পর মাস বেতন না পাওয়ায় দুর্মূল্যের বাজারে পরিবার-পরিজন নিয়ে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন। শিকার হচ্ছেন হয়রানি ও ভোগান্তির। এবার দুর্গাপূজায় হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষকরা উৎসব ভাতা পান নি এবং আগামী ঈদের আগে মুসলমান শিক্ষকদের বোনাস পাওয়া নিয়ে রয়েছে আশঙ্কা। তবে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ ব্যবস্থা নিলেও এসব শিক্ষকের দুর্ভোগ লাঘব হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

জানা যায়, ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্তরা বেতন পাচ্ছেন না। এদের মধ্যে ৬ হাজার ১৮৭ জন সহকারী শিক্ষক এবং ৯৯৮ জন প্রধান শিক্ষক। ১৯৯১ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে এসব শিক্ষককে উন্নয়ন প্রকল্প থেকে অস্থায়ী পদে রাজস্ব খাতে নেয়া হয়। তখন থেকে রিটেনশন অর্ডার নামক খড়গ নেমে আসে তাঁদের ওপর। এই অর্ডারের জন্য অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অনুমোদন লাগে। এই তিন মন্ত্রণালয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতে ছয় থেকে সাত মাস লেগে যায়। চলতি বছরের রিটেনশন অর্ডারের প্রস্তাব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ থেকে গত

(২- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

৭ হাজার শিক্ষক বেতন

(১২-এর পাতার পর)

এপ্রিল মাসে প্রেরণ করা হয়। গত সাত মাসেও তার আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়নি। সূত্রমতে, গত [illegible] অক্টোবর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম এ সংক্রান্ত ফাইল প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য পাঠান। ঐ ফাইল এখনও ফেরত আসেনি।

এদিকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ থেকে এসব শিক্ষকের পদ স্থায়ীকরণে প্রয়োজনীয় তথ্য চাওয়া হলেও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে সহযোগিতা করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ২০০১ সালের ২৪ জুলাই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ থেকে এসব শিক্ষকের পদ স্থায়ী করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য চেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ডিজিকে চিঠি দেয়া হয়। ২০০১ সালের ১২ অক্টোবর দেশের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারদের কাছে ডিজি অফিস থেকে চিঠি পাঠানো হয়। ছয় মাস পরও সব জেলা থেকে তথ্য না আসায় আবার ২০০২ সালের ১৯ মার্চ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর তাগিদ দেয়। এতেও সব জেলা থেকে তথ্য মেলেনি। ফলে আটকে আছে এসব পদ স্থায়ীকরণের প্রক্রিয়া।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক এএম মোস্তাফিজুর ইসলাম বলেন, রিটেনশন অর্ডারের প্রক্রিয়া অনেকখানি এগিয়েছে। আশা করছি, এক মাসের মধ্যে এসব শিক্ষক বেতন পাবেন। তিনি বলেন, এসব শিক্ষকের কষ্ট আমরা বুঝি। কিন্তু ফর্মালিটিজ এত বেশি যে, আমরা ইচ্ছা করলেই কিছু করতে পারি না। সবকিছু জানার পরও কোন কোন জায়গা থেকে এমন সব তথ্য জানতে চাওয়া হয়, যা দেয়া নেয়া করতে মাস গড়িয়ে যায়। তিনি বলেন, রিটেনশন অর্ডারের ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের আন্তরিকতায় কোন ঘাটতি নেই।